ইউনিট ৬

প্রাথমিক শিক্ষার প্রমোশন নীতি ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন*

ভূমিকা

বাংলাদেশ সরকার দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মেয়াদ (১৯৮০-৮৫) কালে উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা (সপ্রাশি) চালু করেন। এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ৬-১০ বৎসরের বয়ঃক্রমের শতকরা ৭০ জন শিশুকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা ও পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ধরে রাখা। ঐ সময়ে দেখা যায় যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করা তেমন কোন কঠিন কাজ নয়, কিন্তু সমস্যা হল প্রাথমিক স্তরের পুরো সাইকেলে বা পর্যায় সমাপ্তি পর্যন্ত তাদের স্কুলে ধরে রাখা। কারণ, পঞ্চম শ্রেণী পেরোবার আগেই তাদের একটি বিরাট অংশ বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে। এটা দেখা গেছে, এই ঝরে পড়ার একটি অন্যতম প্রধান কারণ ঐ সময়ে প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি। শিক্ষার্থীদের অধিক ঝরে পড়া রোধের জন্য ঐ সময়ে প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিবর্তন করার চিন্তা ভাবনা করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের বৎসরে তিনটি পরীক্ষার (প্রথম টার্মিনাল, দ্বিতীয় টার্মিনাল ও বাৎসরিক পরীক্ষা) বদলে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীকে নবম ও দশম শ্রেণীর মত অবিভক্ত শ্রেণী হিসেবে বিবেচনা করে কোন প্রমোশন টেষ্ট না রাখার প্রস্তাব করা হয়।

এই ইউনিটে আমরা প্রাথমিক শিক্ষার প্রমোশন নীতি ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন নিয়ে আলোচনা করব। এই ইউনিটে যেসব পাঠ থাকবে তা হল –

পাঠ - ১ প্রাথমিক শিক্ষার প্রমোশন নীতি
পাঠ - ২ ধারাবাহিক মূল্যায়ন
পাঠ - ৩ ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ
পাঠ - ৪ শিশুর ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণের মূল্যায়ন ও ফলাফল সংরক্ষণ
পাঠ - ৫ সর্বাত্মক পরিচয়পত্র
পাঠ - ৬ মূল্যায়ন পরবর্তী কার্যক্রম : ফলাবর্তন
পাঠ - ৭ ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাস্তবায়নে সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

* এই ইউনিটটি রচনায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের প্রাথমিক শিক্ষার প্রমোশন নীতি ও ধারাবাহিক মূল্যায়ন সংক্রান্ত পুস্তক পুস্তিকার উপর নির্ভর করা হয়। কোথাও কোথাও হুবহু নেওয়া হয়েছে। এজন্য আমরা এসব পুস্তক পুস্তিকার লেখক ও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের নিকট কৃতজ্ঞ।

পাঠ ১ *প্রাথমিক শিক্ষার প্রমোশন নীতি*

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- নমনীয় প্রমোশন নীতি কি তা বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- নমনীয় প্রমোশন নীতি কেন প্রবর্তন করা হয় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

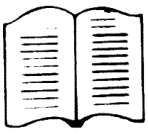

আমরা এই ইউনিটের শুরুতে বলেছি যে, প্রাথমিক স্তরে অধিকাংশ শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার একটি অন্যতম প্রধান কারণ হল প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে ভীতি ও অস্বাচ্ছন্দবোধ।

প্রচলিত ব্যবস্থায় প্রাথমিক স্তরে বৎসরে তিনটি পরীক্ষা হত। প্রথম টার্মিনাল বা প্রথম সাময়িক, দ্বিতীয় টার্মিনাল বা দ্বিতীয় সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা। বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের পাশ বা ফেল ঘোষণা করা হয়। যারা পাশ করে তাদের পরবর্তী শ্রেণীতে প্রমোশন দেয়া হত। পরীক্ষার আগে নোটিশ দিয়ে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা সম্পর্কে জানিয়ে দেয়া হয়। শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েই প্রস্তুতি নিতে থাকে। শিক্ষার্থী জানে যে, পরীক্ষায় পাশ করতে না পারলে তার প্রমোশন হবে না। সুতরাং, পরীক্ষা তার কাছে ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

কোন নবাগত শিক্ষার্থী (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থী) এই পরীক্ষা ব্যবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। পরীক্ষাভীতি তাদের পেয়ে বসে। পরিণামে তারা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ে।

এই অবস্থার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৬ সালের মে মাসে প্রাথমিক স্তরে অবিভক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রবর্তন করেন এবং ঝরে পড়ার সংখ্যা উলে- খযোগ্য পরিমাণে কমিয়ে আনার জন্য নমনীয় প্রমোশন নীতি চালু করেন। সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বা ত্বরান্বিত করার জন্য এই পদ্ধতি চালু হয়।

নমনীয় প্রমোশন নীতির মানে এই নয় যে, প্রথম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠার জন্য কোন পরীক্ষা নেয়া হবে না বা মূল্যায়ন করা হবে না। শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হবে তবে তা একটু ভিন্ন উপায়ে বা ভিন্ন পদ্ধতিতে। এই পদ্ধতির নাম ধারাবাহিক মূল্যায়ন। এই পদ্ধতিতে সারা বছর ধরে শিক্ষার্থীদের শিখন পারদর্শিতা বা কৃতিত্ব মূল্যায়ন করা হয়, বছরের শেষে কোন পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করা হয় না। শিক্ষার্থীদের যখন পড়ানো হয় বা পাঠের শেষে বা পরবর্তী দিনে শিক্ষার্থীদের শিখন যাচাই করে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা হয় এবং শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের অগ্রগতি লিপিবদ্ধ করা হয়। এই অগ্রগতির রেকর্ড থেকে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সনাক্ত করে তাদের জন্য যথাযথ নিরাময় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

আপনাদের মনে হয়ত প্রশ্ন জাগতে পারে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীকে কেন অবিভক্ত শ্রেণী ধরা হল বা গণ্য করা হল। এতে কি সুবিধা হল। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীকে অবিভক্ত শ্রেণী হিসেবে গণ্য ররার প্রধান কারণ হল –

- শিশু তার পরিচিত পারিবারিক পরিবেশ থেকে অপরিচিত বিদ্যালয় পরিবেশে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়। এখানে এসে সে আনুষ্ঠানিক পাঠ শুরু করে, লেখাপড়া শুরু করতে গিয়ে সে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। এসব সমস্যা কাটিয়ে উঠতে বা নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে তার সময় লাগে।

- বাড়ির পরিবেশ থেকে এই পরিবেশ ভিন্নতর। বাড়ির লোকসংখ্যা কম। এখানে থাকে অনেক সহপাঠী, বেশি লোকের সাথে কিভাবে চলতে হয় তা তার জানা থাকে না। শিক্ষকের বিধি নিষেধ মানতে হয়। বন্ধুদের দ্বারা বা স্কুলের বিধি নিষিধের কারণে যা খুশি সে করতে পারে না–তার স্বাধীনতা খর্ব হয়। এসব অবস্থার সাথে মানসিকভাবে খাপ খাইয়ে নিতে তার কষ্ট হয়।

- লেখা পড়া শেখার প্রয়োজনীয়তা, পরীক্ষার গুরুত্ব কেমন করে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে হয় এবং পরীক্ষা দিতে হয় এসব কথা বুঝতে শিশুর সময় লাগে। পরীক্ষার পরিবেশের সাথে তার খাপ খাইয়ে নিতে কষ্ট হয়।

- যে কোন নতুন কাজের শুরুতে অগ্রগতির ধারা শ-থ হয়। লেখাপড়া শুরু করা শিশুর জন্য কেবল নতুন নয়, কঠিনও বটে। এজন্য শুরুতে অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীতে একটু ধের্য্য ধরে কিছুদিন সময় দিয়ে একবার আরম্ভ করিয়ে দিলে আশা করা যায় ভবিষ্যতে তার পাঠের অগ্রগতি দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকবে। দশটি বিদ্যালয়ে পরিচালিত সমীক্ষার মাধ্যমেও এ সত্য পরিস্ফুট হয়েছে।

এ সকল কারণে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীকে উপরের শ্রেণীগুলোর মত পৃথক পৃথক স্বয়ংসম্পূর্ণ শ্রেণী না ধরে দুটিকে একত্রে একটি শ্রেণী হিসেবে বিবেচনা করলে শিশু লেখাপড়া শুরু করতে গিয়ে প্রারম্ভিকভাবে যে সকল বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হয় তা কাটিয়ে উঠার মত প্রয়োজনীয় সময় পায়। সুতরাং, বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন দেয়ার রীতি পরিবর্তন করে তাদেরকে সরাসরি দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার সুযোগ দেয়া অধিকতর ফলপ্রসূ। এতে শিশু নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিয়ে লেখাপড়ায় দক্ষতা অর্জন করে বিদ্যালয়ে টিকে থাকার মত যথেষ্ট সময় পাবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. কোন প্রমোশন নীতিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীকে অবিভক্ত শ্রেণী বিবেচনা করা হয়?
   ক. অনমনীয়
   খ. বাৎসরিক
   গ. নমনীয়
   ঘ. প্রান্তিক

২. নমনীয় প্রমোশন নীতিতে যে পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয় তার নাম কি?
   ক. ধারাবাহিক মূল্যায়ন
   খ. প্রান্তিক মূল্যায়ন
   গ. বার্ষিক মূল্যায়ন
   ঘ. দ্বিবার্ষিক মূল্যায়ন

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. নমনীয় প্রমোশন নীতি কি?

২. নমনীয় প্রমোশন নীতি কেন প্রবর্তন করা হয়?

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। ক।

পাঠ ২ *ধারাবাহিক মূল্যায়ন*

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ♦ মূল্যায়নের উদ্দেশ্যগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- ♦ ধারবাহিক মূল্যায়ন কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- ♦ ধারবাহিক মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা উলে- খ করতে পারবেন এবং
- ♦ কিভাবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

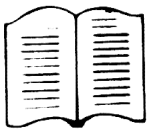

এই পুস্তকের প্রথম ইউনিটে আপনারা মূল্যায়ন সম্পর্কে জেনেছেন এবং মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা জেনেছেন। মূল্যায়ন সম্পর্কে আপনাদের যে ধারণা হয়েছে তা থেকে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন মূল্যায়ন শুধু শিক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়া ও ফলাফল প্রকাশ করা, তার পাশ ফেল নির্ধারণ করার জন্য নয়। মূল্যায়নের আরো উদ্দেশ্য আছে। এসব উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানলে আপনারা ধারবাহিক মূল্যায়নের গুরুত্ব আরো বেশি উপলব্ধি করতে পারবেন। শিক্ষার্থীর পাশ ফেল নির্ধারণ ছাড়াও মূল্যায়নের নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য আছে:

উদ্দেশ্য

- শিশু পঠিত বিষয়ের মাধ্যমে চিহ্নিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতা কোন কোনটি অর্জন করতে পারেনি তা নিরূপণ করা।
- চিহ্নিত যোগ্যতা অর্জন করতে না পারার কারণ খুঁজে বের করা।
- শিক্ষকের নিজের কাজের মূল্যায়ন করা।
- নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে শিশু যে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি তা অর্জনে সহায়তা করা।
- পুনরায় মূল্যায়ন করে শিশুর চিহ্নিত যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত করা।

আমাদের দেশে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সাধারণত বছরে তিনটি পরীক্ষা নেয়া হত। প্রথম সাময়িক, দ্বিতীয় সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষা। পরীক্ষার কয়েকদিন পূর্বে নোটিশ দিয়ে এর তারিখ ও সময়সূচি জানিয়ে দেওয়া হত। তখন ছাত্র শিক্ষক সকলেই পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হত। বাড়িতেও পিতামাতা শিশুকে পরীক্ষার জন্য তৈরি করতেন। অন্যান্য সময় অপেক্ষা তখন লেখাপড়ার প্রতি সকলেই বেশি মনোযোগ দিত। পরীক্ষার জন্য প্রশ্নপত্র ছাপানো হত। শিশুর মনে এমন একটি ধারণার সৃষ্টি হয় যে, পরীক্ষায় পাশ করা অতীব প্রয়োজনীয়, পাশ করতে না পারলে সমূহ ক্ষতির সম্ভাবনা। ফলে কোমলমতি শিশুর মনে পরীক্ষাভীতির সঞ্চার হত। এদেশে প্রচলিত ধারণা এই যে, মূল্যায়নের একমাত্র উপায় পরীক্ষা। পরীক্ষা ছাড়াও যে মূল্যায়ন করা যায় সে ধারণা খুব কম লোকেরই আছে।

পরীক্ষা সম্পর্কিত প্রচলিত এই মনোভাব মূল্যায়ন সম্পর্কিত ধ্যান ধারণার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মূল্যায়ন দৈনন্দিন পাঠের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রতিদিন পাঠ মূল্যায়ন করবেন। তিনি যা পড়িয়েছেন শিশু তা শিখতে পেরেছে কি না যাচাই করার জন্য কিছু প্রশ্ন করেন। প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পেলে তিনি মনে করেন শিশুরা শিখতে পেরেছে। প্রশ্নের উত্তর সন্তোষজনক না হলে তিনি আবার তাদের শেখাবার চেষ্টা করেন। এই প্রক্রিয়াকেও মূল্যায়ন বলা যায়। এরূপ মূল্যায়নের মাধ্যমে শিশু সম্পর্কে শিক্ষকের একটি ধারণা হয়। তিনি বুঝতে পারেন কে তাড়াতাড়ি শিখছে কে দেরীতে। এভাবে প্রতিদিন প্রতি পিরিয়ডের পাঠ মূল্যায়ন করাকে বলা যায় ধারবাহিক মূল্যায়ন। কিন্তু প্রতিদিনের এরূপ মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণ করা কষ্টকর। অথচ শিশু সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা লাভের জন্য লিখিত রেকর্ড সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এজন্য ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করে লিখিত রেকর্ড রাখাই যুক্তিসঙ্গত। এরূপ প্রতিটি শিশুকে দৈনিক মূল্যায়নের সাথে সাথে লিখিত রেকর্ড সংরক্ষণ করাকে আমরা ধারাবাহিক মূল্যায়ন হিসেবে গণ্য করতে পারি। মনে রাখার সুবিধার জন্য দৈনন্দিন মূল্যায়নের ফলাফল শিক্ষক হাজিরা খাতায় লিখে রাখতে পারেন। ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য এমন পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে, যেন শিশু একে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে এবং ভয় না পায়। এজন্য পূর্বাহ্নে নোটিশ দেয়ার প্রয়োজন নেই। প্রশ্নপত্র ছাপাবার দরকার নেই। প্রথম শ্রেণীর মূল্যায়ন মৌখিক ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কিছু কিছু লিখিত ও অধিকাংশ মৌখিক হবে। যেটুকু লিখিত মূল্যায়ন হবে তার প্রশ্ন চকবোর্ডে লিখে দেয়া যায়।

প্রয়োজনীয়তা

প্রচলিত নিয়মে যেভাবে পরীক্ষা নেয়া হত তাতে শিশুর দুর্বলতা ধরা পড়ত প্রায় ছয় মাস পরে। তখন নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিশুকে এগিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকত না। যে শিশু প্রথম সাময়িক পরীক্ষা দেয়নি তার দুর্বলতা ধরা পড়ত নয় মাস পরে এবং যে কোন সাময়িক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে কেবলমাত্র বার্ষিক পরীক্ষা দেয় তার অবস্থা জানা যেত বৎসরের শেষে। তখন আর করার কিছুই থাকত না।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন শুরু করা যায় ফেব্রুয়ারি মাস থেকে। ফেব্রুয়ারি মাস থেকে শুরু করলে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিশুর দুর্বলতা বছরের শুরুতেই চিহ্নিত করে তা দূরীভূত করার জন্য যথাযথ নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারলে শিক্ষক ও শিশু উভয়েই উক্ত ঘাটতি পূরণ করার যথেষ্ট সময় ও সুযোগ পায়। বছরের প্রথম দিকে শিশু কি পারেনা তা জানতে পারলে ব্যক্তিগত সাহায্যের মাধ্যমে তাকে এগিয়ে নেয়া সম্ভব। যে শিশু পারে তার মাধ্যমেও দুর্বল শিশুকে ব্যক্তিগত সাহায্য দেয়া যায়। অনুপস্থিতি বা অন্য কোন কারণে কোন শিশুকে এক পর্যায়ে মূল্যায়ন করা না গেলে পরবর্তী পর্যায়ে তাকে মূল্যায়ন করা যায়। মূল্যায়নের মাধ্যমে শিশুর দুর্বলতা ধরা পড়ার পর তাকে শাস্তি না দিয়ে শেখাবার ব্যবস্থা করতে হবে। সারা বৎসর এই প্রক্রিয়া চালু রাখলে এটা অবশ্যই প্রত্যাশা করা যায় অধিকাংশ শিশু প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হবে। সুতরাং ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সবলতা (strength) ও দুর্বলতা (weakness) ও প্রয়োজন (need) জানা যায়। ধরাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষকও উপকৃত হতে পারেন। তিনি তার নিজের কাজের মূল্যায়ন করতে পারেন। তার শিক্ষণ পদ্ধতি ও শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার কতটা ফলপ্রসূ তা নির্ধারণ করতে পারেন এবং প্রয়োজনে এর পরিবর্তন, পুনর্বিন্যাস ও উৎকর্ষ সাধন করতে পারেন।

কিভাবে ধারবাহিক মূল্যায়ন করা যায়

গতানুগতিক পদ্ধতিতে সাময়িক ও বার্ষিক পরীক্ষার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। ধারবাহিক মূল্যায়নে পাঠের অগ্রগতির সাথে সাথে মূল্যায়ন করা হয়। আপাতদৃষ্টিতে শিক্ষকের কাছে এটা কঠিন বলে মনে হতে পারে। মনে হতে পারে যে, এতে শিক্ষকের কাজ বাড়বে। ছাত্রছাত্রীকেও বেশি বেশি পরিশ্রম করতে হবে।

মূল্যায়ন দৈনন্দিন পাঠের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করলে কোন সমস্যা হওয়ার কথা নয়। ধারবাহিক মূল্যায়নে পরীক্ষার জন্য ঢাকঢোল পিটিয়ে শিশুর মনে ভয় ভীতির সঞ্চার করা যাবে না। তাহলে কিভাবে এরূপ মূল্যায়ন করা যাবে? উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক শিক্ষক প্রথম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের কোন একটি পৃষ্ঠায় পাঠদান করছেন। মনে করুন কোন পাঠে তিনটি বর্ণ, ২টি স্বরচিহ্ন ও কয়েকটি শব্দ আছে। এই পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতা অর্জন করবে বলে নির্ধারণ করা হয়েছে তাহল শিশু ঐ বর্ণ ও স্বরচিহ্নগুলো চিনতে পারবে এবং শব্দগুলো পড়তে পারবে। তাহলে পাঠটির অগ্রগতির সাথে সাথে শিক্ষককে মূল্যায়ন করে দেখতে হবে যে শিশুরা ঐ তিনটি বর্ণ ও দুটি স্বরচিহ্ন চিনতে পেরেছে কি না এবং ঐ পাঠের শব্দগুলো পড়তে পারে কি না। পাঠদান শেষে শিক্ষক শিশুদেরকে এক এক করে মৌখিক প্রশ্ন করে এ বিষয়ে মূল্যায়ন করতে পারেন। একসাথে দুই তিনজনকেও মূল্যায়ন করা যায় –কাউকে বই দেখে পড়তে দিতে পারেন অথবা চকবোর্ডে সুন্দর করে লিখে তা দেখে পড়তে বলতে পারেন। একটি কথা মনে রাখলে কাজ আরো সহজ হবে। সেটি হলো ভাল শিশুদের কম করে জিজ্ঞেস করা, কারণ এরাতো পারে। এদের সম্পর্কে তিনি হাজিরা খাতায় যা নোট রেখেছেন তার ভিত্তিতে তাদের মান নির্ণয় করতে পারেন। যারা কম পারে তাদের প্রতিটি শব্দ ও বর্ণ জিজ্ঞেস করে মান নির্ণয় করতে হবে।

প্রশ্ন হতে পারে এভাবে মূল্যায়ন করতে অনেক সময় লাগবে। কিছু বুদ্ধি খাটালে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই মূল্যায়ন করা যাবে। যখন একজনকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে তখন অন্যেরা ব্যক্তিগতভাবে পড়তে থাকবে। এভাবে পড়াবার জন্য মনিটরের সাহায্য নেয়া যায়। শিক্ষকের উদ্দেশ্য হল শিশুকে শেখানো। মূল্যায়ন করার সময়ও যদি সে শেখে তাও উত্তম। ধরা যাক, একটি শিশু মূল্যায়নের সময় কোন বিশেষ বর্ণ চিনতে পারেনি। যখন অন্য শিশুকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে তখন যদি প্রথম শিশুটি সেই বর্ণ চিনে ফেলতে পারে তাতেও অসুবিধা নেই। কিংবা যে শিশুটি এ বর্ণ চিনতে পেরেছে তাকে যদি বলা হয় একে বর্ণটি চিনিয়ে দাও। তাতেও কাজ হবে। শিক্ষকের আসল উদ্দেশ্য শিশুকে শেখানো তা সে যেভাবেই শিখুক না কেন।

অংকের ক্ষেত্রে এরূপ মূল্যায়ন আরো সহজ। চকাবোর্ডে ৩/৪টি অংক লিখে দিয়ে শিশুদের খাতায় করতে বলা যায়। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দেখতে পারেন। যেটি শুদ্ধ হচ্ছে তার পাশে টিক চিহ্ন দিতে পারেন। যেটি ভুল হচ্ছে তার পাশে কাটা চিহ্ন দিয়ে আবার করতে বলতে পারেন। এবারও যদি সে না পারে তবে বুঝতে হবে শিশু পারেনা। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যা দেখা যায় শিক্ষক তা দেখবেন। বাকিগুলো পরে দেখবেন। যে পরিমাণ কাজ দিলে দেখা সম্ভব সেই পরিমাণ কাজ দেবেন। তবে সব যোগ্যতাই লিখিতভাবে মূল্যায়ন করা যাবে না। যেমন, সংখ্যার ধারণা মূল্যায়ন করতে হলে চকবোর্ডে না লিখে মৌখিকভাবে মূল্যায়ন করতে হবে।

এছাড়া মূল্যায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হলো পর্যবেক্ষণ। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পাঠ্য বিষয়ের যেমন মূল্যায়ন করা যায় তেমনি ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণাবলীও মূল্যায়ন করা যায়। তবে কোন এক বিশেষ দিনে পর্যক্ষেণ করে শিক্ষক তার সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

মনে রাখার সুবিধার জন্য দৈনিক পর্যবেক্ষণের ফলাফল হাজিরা খাতায় কিংবা অন্য কোন রেজিস্টারে নোট করে রাখা যায়। দৈনন্দিন পাঠের মাধ্যমে শিক্ষক যে যোগ্যতা অর্জন করাবার চেষ্টা করেছেন তা যে শিশু অর্জন করতে পেরেছে শিক্ষক সাথে সাথে হাজিরা খাতায় সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত নোট রাখতে পারেন। যেমন, যে পৃষ্ঠায় যে বর্ণ চেনাবার কথা, সে বর্ণ শিশুর সামনে উপস্থাপন করার পর কে চিনতে পারল আর কে পারল না তা শিক্ষককে নিশ্চিত হতে হবে এবং মনে রাখার জন্য তা নোট করতে হবে। তাহলে যে পারেনি তার জন্য নিরাময়মূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা শিক্ষকের পক্ষে সুবিধাজনক হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. নমনীয় প্রমোশন নীতিতে প্রতিদিন পাঠের শেষে শিশুকে মূল্যায়ন করা হয়। একে কোন ধরনের মূল্যায়ন বলে?
   ক. প্রান্তিক
   খ. মানদণ্ড ভিত্তিক
   গ. ধারাবাহিক
   ঘ. আদর্শ ভিত্তিক

২. শিক্ষার্থীর জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা শিক্ষার্থী কেন অর্জন করতে পারল না তার কারণ খুঁজে বের করা কোনটির উদ্দেশ্য?
   ক. পরীক্ষা
   খ. পরিমাপ
   গ. মূল্যায়ন
   ঘ. পর্যবেক্ষণ

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. মূল্যায়নের উদ্দেশ্যগুলি কি?

২. কিভাবে ধারাবাহিক মূল্যায়ন করা যায়?

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। গ।

পাঠ ৩ *ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণ*

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- যোগ্যতাভিত্তিক মূল্যায়নে ক, খ, গ দ্বারা কি বোঝায় তা বলতে পারবেন;
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের বিষয় ও সময়সূচি উলে- খ করতে পারবেন এবং
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের ফলাফল সংরক্ষণের খাতা পূরণের নির্দেশনা অনুসরণ করে একটি সংরক্ষণ খাতা তৈরি করতে পারবেন।

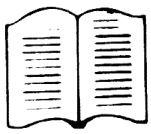

আমাদের দেশে প্রাথমিক স্তরে প্রচলিত মূল্যায়ন পদ্ধতিতে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু শিশুরা কতটা আয়ত্ত করতে পেরেছে তা পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে যাচাই করা হত। শিশুর প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে তার সাফল্যের মান প্রকাশ করা হত। কিন্তু কখনই অর্জিতব্য বা অর্জন উপযোগী যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীকে মূল্যায়ন করা হত না। তখন অবশ্য অর্জিতব্য যোগ্যতা নির্ধারিতও ছিল না। সুতরাং বোঝা যেত না প্রাথমিক স্তরের নির্দিষ্ট শ্রেণীতে অধ্যয়নরত শিশুর কি যোগ্যতা অর্জন করা উচিত এবং তা সে অর্জন করতে পারল কি না! বর্তমানে প্রাথমিক স্তরের জন্য যোগ্যতা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। প্রাথমিক স্তরের প্রতিটি শ্রেণীর জন্য শ্রেণীভিত্তিক যোগ্যতাও নির্ধারণ করে দেয়া আছে। আমাদের দেশে যে মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তা দিয়ে বর্তমানে নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জিত হল কি না তা মূল্যায়ন করা কঠিন। অর্জন উপযোগী যোগ্যতার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর সফলতা মূল্যায়নের জন্য প্রচলিত পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়ে। যোগ্যতা ভিত্তিক শিক্ষাক্রম শিক্ষার্থীরা নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো পুরোপুরি আয়ত্ত করতে পেরেছে কি না বা কোনটি কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে তা ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করতে হয়, যেন পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদেরও পুরোপুরি শিখন নিশ্চিত করা যায়। বর্তমানে তাই নম্বরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অর্জিত সাফল্যের মান এককভাবে প্রকাশের চেয়ে নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জনের মান অনুযায়ী শিক্ষার্থীদেরকে কয়েকটি দলে পৃথকভাবে সনাক্ত করা হয়। এজন্য নম্বরের মাধ্যমে মূল্যায়নের পরিবর্তে ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য ক, খ, গ এই তিন অক্ষর বিশিষ্ট একটি মাপনী (স্কেল) ব্যবহার করতে হবে।

এ স্থলে ক, খ ও গ বলতে বোঝায় –

ক = শিক্ষার্থী যোগ্যতাটি পুরোপুরি অর্জন করেছে অর্থাৎ সব সময় শুদ্ধ উত্তর দেয়।

খ = শিক্ষার্থী যোগ্যতাটি আংশিক অর্জন করেছে অর্থাৎ অধিকাংশ সময় শুদ্ধ উত্তর দেয় কিন্তু মাঝে মাঝে ভুল করে।

গ = শিক্ষার্থী যোগ্যতাটি কোন রকমে অর্জন করেছে অর্থাৎ কোন কোন সময় শুদ্ধ উত্তর দিলেও অধিকাংশ সময় ভুল উত্তর দেয়।

মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসহ একটি মূল্যায়ন খাতা তৈরি করা হয়েছে। এতে শিশুদের নাম যাতে বার বার না লিখতে হয় সেজন্য পাতার ডানদিকের খানিকটা অংশ এমনভাবে কেটে দেয়া হয়েছে যেন আগের পৃষ্ঠার নামগুলো দেখা যায়।

এখানে লক্ষণীয় যে বিষয়ের নিচে সংরক্ষিত স্থানে যে যোগ্যতা মূল্যায়ন করা হচ্ছে তার ক্রমিক নম্বর লিখে নিতে হবে। অতঃপর শিশুর নাম বরাবর ঐ বিষয়ের নিচে যথাযথ ঘরে মূল্যায়ন মান ক, খ বা গ লিখতে হবে।

মূল্যায়নের বিষয় ও সময়সূচি

- প্রতি মাসে কেবল একবার বাংলা, গণিত ও পরিবেশ পরিচিতি বিষয়ের মূল্যায়ন ফলাফল মূল্যায়ন খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- বছরে কেবল তিনবার অর্থাৎ মে, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে শারিরীক শিক্ষা, চারু ও কারুকলা এবং ধর্ম বিষয়ের মূল্যায়ন ফলাফল খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে।
- যদি মে কিংবা সেপ্টেম্বরে বিদ্যালয় বন্ধ থাকে তবে পরবর্তী মাসে মূল্যায়ন ফলাফল লিপিবদ্ধ করতে হবে। কিন্তু ডিসেম্বর মাসের মূল্যায়ন লিপিবদ্ধকরণ ডিসেম্বর মাসেই শেষ করতে হবে।
- প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর বাংলা লেখার যোগ্যতা মূল্যায়নের জন্য কেবল লিখতে দিতে হবে। শোনা, বলা ও পড়া সংক্রান্ত যোগ্যতার মূল্যায়ন মৌখিকভাবে করতে হবে।
- গণিত বিষয়ের মূল্যায়ন প্রথমে মৌখিক এবং পরে লিখিতভাবে হবে।
- বাংলা ও গণিত ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের মূল্যায়ন হবে মৌখিক।
- পিছিয়ে পড়া শিশুদেরকে সনাক্ত করার সাথে সাথে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এজন্য শিক্ষক বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে পারগ শিশুর সহায়তাও গ্রহণ করবেন।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন ফলাফল লিপিবদ্ধ করার নিয়মাবলী নিচে উলে- খ করা হল।

ধারাবাহিক মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ খাতা পূরণের নির্দেশনা

পাঁচ বছর মেয়াদী প্রাথমিক শিক্ষা শেষে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত এক একটি বিষয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যে যোগ্যতাগুলো অর্জন করবে সেগুলোকে সংশি- ষ্ট বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা হিসেবে ধরা হয়েছে। এই প্রান্তিক যোগ্যতার যেটুকু যে শ্রেণীতে অর্জিত হবে বলে নির্ধারণ করা হয়েছে সেটাকে বলা হয়েছে ঐ শ্রেণীর অর্জন উপযোগী যোগ্যতা।

প্রত্যেকটি বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্জন উপযোগী যোগ্যতা নির্ধারিত আছে। প্রথম শ্রেণীর মাতৃভাষা বাংলা বিষয়টি দেখা যাক।

এখানে প্রান্তিক যোগ্যতা হল: কথোপকথন, গল্প, সহজ আলোচনা ও সাধারণ বিষয় সম্পর্কে বক্তৃতা শুনে বিষয়বস্তু ও মূলভাব বুঝতে পারা। পঞ্চম শ্রেণীর শেষে এই যোগ্যতাটি অর্জনে সহায়তার জন্য প্রথম শ্রেণীতে যে অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো রাখা হয়েছে সেগুলো হল-

১.১ মনোযোগ সহকারে শুনবে।

১.২ ধৈর্য সহকারে শুনবে।

১.৩ সহজ কথোপকথন, রূপকথা, উপকথা, ছোট ছোট গল্প শুনে বুঝতে পারবে।

অনুরূপভাবে, গণিত বিষয়ে পঞ্চম শ্রেণীর শেষে অর্জনের জন্য চিহ্নিত ১ নং প্রান্তিক যোগ্যতাটি হল: ১০০০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে পারা।

এই যোগ্যতাটি অর্জনে সহায়তার জন্য প্রথম শ্রেণীতে নির্ধারিত অর্জন উপযোগী যোগ্যতাগুলো হল:

১.১ শিশুরা দৈনন্দিন জীবনে বাস্তব উপকরণ গণনা করতে পারবে।

১.২ ১-৫০ পর্যন্ত বাস্তব উপকরণ গণনা করতে পারবে।

১.৩ ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত বস্তুর দলগত ধারণাকে সংখ্যা দ্বারা প্রকাশ করতে পারবে।

১.৪ ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত সংখ্যা গণনা করতে পারবে।

১.৫ দশকের বান্ডিল করে ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত উপকরণ গণনা করতে পারবে।

শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক ও ''আবশ্যকীয় শিখনক্রম ভিত্তিক শিখন-শেখানো কার্যক্রম'' পুস্তক অনুসরণ করে অর্জন উপযোগী যোগ্যতাভিত্তিক পাঠদানে অগ্রসর হবেন। দৈনন্দিন পাঠের অগ্রগতির সাথে সাথে তিনি ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করবেন। শিক্ষক এই মূল্যায়নের রেকর্ড পৃথক খাতায়, হাজিরা খাতায় বা মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ খাতার ডান পাশে নির্দিষ্ট খালি জায়গায় সংক্ষেপে টুকে রাখবেন। এক মাস বা চার মাসের শেষে তিনি এই সংক্ষিপ্ত রেকর্ডের ভিত্তিতে মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ খাতায়– 'ক', 'খ' ও 'গ' দ্বারা শিক্ষার্থীদের অর্জিত সাফল্যের মান লিপিবদ্ধ করবেন। যে যোগ্যতাটি শিক্ষার্থী পুরোপুরি অর্জন করেছে অর্থাৎ সব সময় শুদ্ধ উত্তর দেয় তার জন্য 'ক', যে যোগ্যতাটি আংশিক অর্জন করেছে অর্থাৎ অধিকাংশ সময় শুদ্ধ উত্তর দেয় কিন্তু মাঝে মাঝে ভুল করে তার জন্য 'খ' এবং যে যোগ্যতাটি কোন রকমে অর্জন করেছে অর্থাৎ কোন সময়ে সঠিক উত্তর দিলেও অধিকাংশ সময় ভুল করে তার জন্য শিক্ষার্থীকে 'গ' দিতে হবে।

মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ খাতায় প্রতি মাসের নিচে বিষয়সমূহের নাম দেয়া আছে। পাঠের ধারাবাহিকতা অনুযায়ী বিষয়ের নিচে খালি ঘরে অর্জন উপযোগী যোগ্যতার ক্রমিক নম্বর লিখতে হবে। কোন মাসে/চার মাসে একাধিক যোগ্যতা অর্জনের জন্য পঠন-পাঠন অনুষ্ঠিত হলে পাঠের ক্রমানুযায়ী একটির নিচে আরেকটি লিপিবদ্ধ করতে হবে।

ফলাফল সংরক্ষণ খাতার একটি নমুনা ও ফলাফল সংরক্ষণের উদাহরণ পাঠের শেষে দেয়া হল।

এখানে প্রিন্স হুসাইন বাংলা বিষয়ের শোনার ক্ষেত্রে ১.১ যোগ্যতায় 'ক' ১.২ যোগ্যতায় 'খ' পেয়েছে এবং বলার ক্ষেত্রে ১.১ যোগ্যতায় 'গ' পেয়েছে।

মাহমুদা খাতুন একই বিষয়ে শোনার ক্ষেত্রে ১.১ যোগ্যতায় ক, ১.২ যোগ্যতায় খ এবং বলার ক্ষেত্রে ২.১ যোগ্যতায় 'ক' পেয়েছে। তানজিলা শারফিন ১.১, ১.২ ও ২.১ সবকটি যোগ্যতায়ই 'ক' পেয়েছে।

শিক্ষার্থী যে যোগ্যতায় 'খ' বা 'গ' পেল তা লাল কালিতে লিখতে হবে। পরবর্তী মাস/চার মাসে ঐ শিক্ষার্থীর নামের বরাবর সংশি- ষ্ট ঘরে উলি- খিত যোগ্যতার ক্রমিক নম্বরসহ প্রাপ্ত মান (খ বা গ) লাল কালিতে লিখতে হবে। যাতে শিক্ষক নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ঐ যোগ্যতার অর্জিত মান 'ক' এ উন্নীত করতে ভুলে না যান। অর্জিত মান 'ক' তে উন্নীত হলে 'খ' বা 'গ' কেটে কালো কালিতে পাশে 'ক' লিখে দিতে হবে। উলে- খ্য যে কোন যোগ্যতায় প্রাপ্ত 'খ' বা 'গ' মানকে পরবর্তী মাস/চার মাসেই 'ক' এ উন্নীত করতে হবে। এভাবে সারা বছর ধরে পাঠদান, ধারবাহিক মূল্যায়ন নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও ফলাফল সংরক্ষণের কাজ চলবে। দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পদ্ধতিতে ধারবাহিক মূল্যায়ন করতে হবে। পরের পৃষ্ঠায় ফেব্রুয়ারি ও মে মাসের ধারাবাহিক মূল্যায়নের ছক প্রদত্ত হল।

		ফেব্রুয়ারি					
		যোগ্যতা					
		বাংলা				গণিত	পরিবেশ পরিচিতি
শিক্ষার্থীর নাম ও ক্রমিক নম্বর / যোগ্যতার নম্বর		শোনা	বলা	পড়া	লেখা		
		১.১ ১.২	১.১				
১। প্রিন্স হুসাইন	ক খ	গ					
২। মাহমুদা আক্তার	ক খ	ক					
৩। তানজিলা শারফিন	ক খ	ক					

	মে									
	যোগ্যতা									
শিক্ষার্থীর নাম ও ক্রমিক নম্বর / যোগ্যতার নম্বর	বাংলা				গণিত	পরিঃ পরিঃ	শাঃ শিক্ষা	চারু করা	ধর্ম	সঙ্গীত
	শোনা	বলা	পড়া	লেখা						
১. প্রিন্স হুসাইন										
২. মাহমুদা আক্তার										
৩. তানজিলা শারফিন										

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. কোন শিক্ষার্থী একটি শিখন যোগ্যতা অর্জনের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক মূল্যায়নে 'শিখন যোগ্যতা কোন রকমে' অর্জন করেছে পাওয়া গেল। ফলাফর সংরক্ষণ খাতায় তা কোন অক্ষর দিয়ে প্রকাশ করা যাবে?
   ক. খ
   খ. গ
   গ. ক
   ঘ. ঘ

২. বৎসরে তিনবার কি কি বিষয়ের মূল্যায়ন ধারাবাহিক মূল্যায়ন খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে?
   ক. শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারুকলা ও ধর্ম
   খ. বাংলা, গণিত ও শারীরিক শিক্ষা
   গ. ধর্ম, বাংলা, পরিবেশ পরিচিতি
   ঘ. পরিবেশ পরিচিতি, গণিত ও বাংলা

৩. বাংলা, গণিত ও পরিবেশ পরিচিতি মূল্যায়নের ফলাফল কত সময় পরপর মূল্যায়ন খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে?
   ক. বছরে তিনবার
   খ. তিনমাস পর পর
   গ. প্রতি মাসে একবার
   ঘ. প্রতি দুই মাসে একবার

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. একটি পৃষ্ঠা নিন সেখানে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক মূল্যায়ন লিপিবদ্ধ করার জন্য একটি ছক তৈরি করুন।

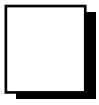

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। ক, ৩। গ।

পাঠ ৪

শিশুর ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণের মূল্যায়ন ও ফলাফল সংরক্ষণ

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- শিশুর ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণাবলীর তালিকা তৈরি করতে পারবেন;
- সামাজিক গুণাবলীর ক্ষেত্রে ক, খ, গ দ্বারা কি বোঝায় তা লিখতে পারবেন এবং
- সামাজিক ও ব্যক্তিগত গুণ মূল্যায়নের নির্দেশনাগুলো উলে- খ করতে পারবেন।

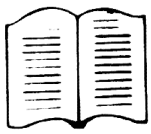

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীকে শুধু বিষয় (বাংলা, গণিত, সমাজ বিজ্ঞান ইত্যাদি) শেখান নয়। এই স্তরে নির্ধারিত বিষয়গুলোর পঠন-পাঠন এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য কর্মকাে শিশুকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানো চেষ্টা করতে হবে কারণ এই অংশ গ্রহণের মাধ্যমে শিশুর মধ্যে কতকগুলো ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণ বিকাশ লাভ করে। এসব গুণের কোন কোনটি একমাসে কিংবা এক বছরে শিশুরা অর্জন করতে পারলেও তাদের চরিত্রে এগুলো অভ্যাসে পরিণত হতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়। সেজন্য প্রত্যেক শিশুর এসব গুণ অর্জনের অগ্রগতি ধারবাহিকভাবে প্রাথমিক স্তরের শুরু থেকে সমাপ্তিকাল পর্যন্ত মূল্যায়ন করতে হবে। এ কারণে প্রাথমিক স্তরের শিশুরা অর্জন করতে পারবে এমন কতকগুলো ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণ চিহ্নিত করা হয়েছে। এসব গুণ হল:

		যোগ্যতা
১।	সময়নিষ্ঠতা	১.১ বিদ্যালয়ে ঠিক সময়ে আসা ১.২ বিদ্যালয়ের কাজ ঠিক সময়ে করা
২।	শৃঙ্খলা	২.১ দৈনিক সমাবেশের নিয়ম মানা ২.২ শ্রেণীকক্ষের শৃঙ্খলা মেনে চলা ২.৩ খেলাধূলার নিয়ম মানা
৩।	পরিচ্ছন্নতা	৩.১ ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ঃ দাঁত, নখ, চুল, শরীর ৩.২ জিনিসপত্রের পরিচ্ছন্নতা যেমন- পোশাক, বই, খাতা, জুতা পরিষ্কার রাখা ৩.৩ আশেপাশের পরিচ্ছন্নতা-শ্রেণীকক্ষ গুছিয়ে রাখা, ময়লা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলা।
৪।	সামাজিক আচার ব্যবহার	৪.১ শিক্ষককে যথাযথভাবে অভিবাদন করা বা সম্মান দেখানো। ৪.২ শ্রেণীর ও বিদ্যালয়ের অন্য শিক্ষার্থীদের অভিবাদন করা।
৫।	দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ	৫.১ নিজস্ব জিনিসপত্রের যত্ন নেয়া। ৫.২ বিদ্যালয়ের ছোট খাটো কাজে দায়িত্বগ্রহণ।
৬।	সততা	৬.১ হারানো জিনিস মালিককে ফেরত দেওয়া। ৬.২ মালিকের অনুমতি ছাড়া কারো জিনিস না নেয়া। ৬.৩ নিজের ভুল স্বীকার করা।

		যোগ্যতা
৭।	অন্যের প্রয়োজন বিবেচনা করা	৭.১ সহপাঠীদের সাথে জিনিসপত্র ভাগ করে ব্যবহার করা। ৭.২ সহপাঠীর প্রয়োজনে সাহায্য করা।
৮।	দলীয় চেতনা	৮.১ বিদ্যালয়ের পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচিতে দলীয়ভাবে অংশ নেয়া। ৮.২ বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে দলগত অংশগ্রহণ। ৮.৩ খেলাধূলায় দলীয় চেতনার প্রকাশ।

শিক্ষক শিশুর ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণাবলী মূল্যায়ন করে ফলাফল কিভাবে খাতায় লিপিবদ্ধ করবেন –

ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণাবলীর মূল্যায়ন প্রধানত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে করতে হবে। শ্রেণীকক্ষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে, দৈনিক সমাবেশে, খেলার মাঠে, শিশুদের দৈনন্দিন আচার-আচরণে এসব গুণাবলী প্রকাশ পায়। শিক্ষক শিশুদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণাবলীর ক্রমবিকাশ পর্যবেক্ষণ করবেন। এই পর্যবেক্ষণ তাকে মূল্যায়ন করতে সাহায্য করবে। ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণ অর্জন একটি ধীর প্রক্রিয়া। তাই এটি দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন কাজকর্মে শিশুর অংশগ্রহণ ও অনুশীলনের ফলাফল রেকর্ড করে মূল্যায়ন করতে হবে। এজন্য মূল্যায়ন ছকে প্রতিটি যোগ্যতার নিচে ১, ২ ও ৩ নম্বর দিয়ে তিনটি করে ঘর রাখা হয়েছে। এখানে ১ নং বলতে মে, ২ নং বলতে সেপ্টেম্বর এবং ৩ নং বলতে ডিসেম্বর বুঝাবে। মূল্যায়নের পূর্ববর্তী মাস সমূহে শিশু এইসব ব্যক্তিগত বা সামাজিক গুণাবলী আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়। প্রত্যেক শিশুর পৃথক পৃথক অগ্রগতি স্মরণ রাখার সুবিধার্থে শিক্ষক তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণগুলোকে 'নোট বইয়ে' লিপিবদ্ধ করবেন। এতে কোন শিশুর বিশেষ দিকে অগ্রগতি অথবা পিছিয়ে পড়ার ধারা প্রয়োজনে তিনি দেখে নিতে পারবেন।

প্রত্যেক শিশুর অগ্রগতি ক, খ, গ – এই তিন মাত্রা স্কেলের সাহায্যে পরিমাপ করতে হবে। এই পরিমাপ কালে মনে রাখতে হবে এই মূল্যায়নের উদ্দেশ্য হল যে, চিহ্নিত ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণাবলী পরিপূর্ণভাবে অর্জনের মাধ্যমে সেগুলো শিশুর বাঞ্ছিত অভ্যাস, মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিণত করতে সাহায্য করা। এটি উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, অভ্যাস বা দৃষ্টিভঙ্গি গঠন একটি দীর্ঘ এবং ধীর প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া প্রথম শ্রেণীতে শুরু হয়ে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাকাল ব্যাপী পঞ্চম শ্রেণীর শেষ পর্যন্ত চলত থাকবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য চিহ্নিত গুণাবলীর প্রত্যেকটিকে কয়েক ভাগে বিভক্ত করে সুনির্দিষ্ট করা হয়েছে। এর প্রত্যেকটির নিরিখে শিশুর অগ্রগতি শিক্ষককে ধারবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করতে হবে। ক, খ, গ এই তিন মাত্রার ব্যাখ্যা দেয়া হল।

ক – শিশু এ গুণটি এমনভাবে আয়ত্ত করেছে যে, এই গুণটি তার আচরণে অধিকাংশ সময়ে প্রতিফলিত হয়।

খ – শিশু প্রায়ই এ গুণটি অনুশীলন করে কিন্তু কখনো এটি তার চরিত্রে অভ্যাসে পরিণত হয়নি বা মানসিকতায় রূপলাভ করেনি।

গ – শিশু কাঙ্খিত গুণটি কদাচিৎ অনুশীলন করে এবং অধিকাংশ সময়েই করে না। এ বিষয়ে ধারণা পরিষ্কার করার জন্য নিচে একটি উদাহরণ দেয়া হল:

যোগ্যতা	১.১ বিদ্যালয়ে ঠিক সময়ে আসা			১.২ বিদ্যালয়ে কাজ ঠিক সময়ে শেষ করা		
শিক্ষার্থীর নাম	১ (মে)	২ (সেপ্টেম্বর)	৩ (ডিসেম্বর)	১ (মে)	২ (সেপ্টেম্বর)	৩ (ডিসেম্বর)
মাছুমা খানম	গ	গ	খ	খ	ক	খ
রিয়া ইসলামা	খ	গ	খ	খ	খ	ক

ছকে দেখা যাচ্ছে যে, মাছুমা খানম 'ঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে আসা' যোগ্যতাটিতে মে ও সেপ্টেম্বর মাসের মূল্যায়নে 'গ' পেয়েছে এবং বৎসরান্তে ডিসেম্বর মাসের মূল্যায়নে 'খ' পেয়েছে। এতে বোঝা যায় যে, ঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে আসার যোগ্যতাটি এখনও সে অভ্যাসে পরিণত করতে পারেনি। সুতরাং, এক্ষেত্রে শিক্ষককে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে যাতে মাছুমা খানম যোগ্যতাটি পুরোপুরি আয়ত্ত করে এটিকে অভ্যাসে পরিণত করতে সক্ষম হয়।

আবার 'বিদ্যালয়ের কাজ ঠিক সময়ে করা' – এ যোগ্যতাটিতে দেখা যায় যে, মাছুমা খানম মূল্যায়নে 'খ' পেয়েছে। অর্থাৎ মে মাস অবধি ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে যে, মাছুমা খানম তখনও যোগ্যতাটি পুরোপুরি অভ্যাসে পরিণত করতে পারেনি। পরবর্তীতে ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে এই যোগ্যতায় সে সেপ্টেম্বরে 'ক' ও ডিসেম্বরে পুনরায় খ পেয়েছে। এ থেকে বুঝতে হবে যে, চিহ্নিত ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণগুলো শিশুর মধ্যে পুরোপুরিভাবে বিকশিত হয়নি। এ গুণগুলো তার অভ্যাস মানসিকতা বা দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিণত করার জন্য ধারবাহিক পর্যবেক্ষণ ও সহায়তাদান ততদিন পর্যন্ত অব্যাহত রাখতে হবে যতদিন না শিক্ষক নিশ্চিত হন যে, সেগুলো পুরোপুরিভাবে অর্জিত হয়েছে। এ কারণে অবিভক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সমাপ্তিকাল পর্যন্ত এ গুণগুলোর অর্জিত মান ধারবাহিকভাবে মূল্যায়ন করে ফলাফল পরবর্তী পৃষ্ঠার ছকে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

শিশুর ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণাবলীর মূল্যায়নে শিক্ষকগণ নিচের নির্দেশনাগুলো নিষ্ঠার সাথে অনুসরণ করবেন।

- শিক্ষক শিক্ষার্থীর আচরণ ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন।
- পিছিয়ে পড়া শিশুদের সম্পর্কে শিক্ষক যথাসময়ে তার মন্তব্য ফলাফল সংরক্ষণ খাতার নির্ধারিত স্থানে সংক্ষেপে লিখে রাখবেন।
- পিছিয়ে পড়া শিশুর জন্য যথাসময়ে সহায়তাদানমূলক অনুসারক (follow-up) কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।
- প্রতি ৪ মাসের পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে তিনমাত্রার স্কেলে ক, খ ও গ এর মাধ্যমে শিশুর অর্জিত মান নিরূপণ করবেন।
- শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মান মে, সেপ্টেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে মূল্যায়ন ছকে যথাস্থানে লিপিবদ্ধ করবেন।

ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণাবলীর ধারবাহিক মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছক

	১		২			৩								
প্রান্তিক যোগ্যতা	সময় নিষ্ঠতা		শৃঙ্খলা			পরিচ্ছন্নতা								
যোগ্যতার নম্বর	১.১	১.২	২.১	২.২	২.৩	৩.১				৩.২			৩.৩	
						চুল	দাঁত	নখ	শরীর	পোশাক	বই-খাতা	জুতা	শ্রেণীকক্ষে গুছিয়ে রাখা	এক জায়গায় ময়লা ফেলা
ক্রমিক নম্বর ও শিক্ষার্থীর নাম														

ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণাবলীর ধারবাহিক মূল্যায়ন ফলাফল সংরক্ষণ ছক

ক্রমিক নম্বর ও শিক্ষার্থীর নাম	সামাজিক আচার ব্যবহার		দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধ		সততা			অন্যের প্রয়োজন বিবেচনা করা		দলীয় চেতনা		
	৪.১	৪.২	৫.১	৫.২	৬.১	৬.২	৬.৩	৭.১	৭.২	৮.১	৮.২	৮.৩

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. কোনটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণের মধ্যে পড়ে না?
   ক. পারিবারিক পটভূমি
   খ. সততা
   গ. পরিচ্ছন্নতা
   ঘ. আনুগত্য

২. ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণাবলীতে কোন শিশু 'ক' পেল। এখানে 'ক' দ্বারা কি বোঝায়?
   ক. শিশুর আয়ত্ত করা গুণটি তার আচরণে প্রকাশ ঘটে না
   খ. শিশু গুণটি প্রায়ই অনুশীলন করে কিন্তু অভ্যাসে পরিণত হয়নি
   গ. কাঙ্খিত গুণটি শিশু কদাচিৎ অনুশীলন করে
   ঘ. অধিকাংশ সময়ই আয়ত্ত করা গুণটির প্রকাশ শিশুর আচরণে ঘটে

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. শিশুর ব্যক্তিগত ও সামাজিক গুণ মূল্যায়নে শিক্ষকগণ যে নির্দেশনা অনুসরণ করবেন, তার ৫টি লিখুন।

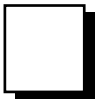

সঠিক উত্তর

অ) ১। ক, ২। ঘ।

পাঠ ৫ *সর্বাত্মক পরিচয়পত্র*

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ◆ সর্বাত্মক পরিচয়পত্র কি তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- ◆ সর্বাত্মক পরিচয়পত্রে কি কি বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয় তা উলে-খ করতে পারবেন এবং
- ◆ সর্বাত্মক পরিচয়পত্রের সংরক্ষণ প্রণালী বর্ণনা করতে পারবেন।

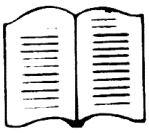

সর্বাত্মক পরিচয় পত্রকে ক্রমপুঞ্জিত পরিচয়পত্রও বলা হয়। সর্বাত্মক পরিচয়পত্রকে আসলে একজন শিক্ষার্থীর জীবনের ইতিহাস বলা যায়। এই ইতিহাসের শুরু হয় তার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যোগদানের সময় থেকে এবং তার শিক্ষা সমাপ্তিকাল পর্যন্ত এটা ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়। এটি হচ্ছে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন উন্নতির পরিচয়পত্র। এই পরিচয়পত্রে শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় বিষয়ের কৃতিত্বের রেকর্ডসহ তার দৈহিক, মানসিক, প্রক্ষোভিক, সামাজিক, প্রবণতা, বুদ্ধি ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রের উন্নতির মাত্রা ও পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হয়। সুতরাং আমরা সর্বাত্মক বা ক্রমপুঞ্জিত পরিচয়পত্রকে এভাবে বর্ণনা করতে পারি – যে পুস্তিকা বা পত্রে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণীয় বিষয়ের কৃতিত্ব বা অগ্রগতি, তাদের স্বাস্থ্য ও ব্যক্তিসত্তার বিশেষ বৈশিষ্ট্য, কাজকর্ম, সামাজিক আচরণ, বুদ্ধি, প্রবণতা ইত্যাদি বিষয়ের উপর নিয়মিত পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আহরিত তথ্য লিপিবদ্ধ থাকে, তাকে সর্বাত্মক পরিচয়পত্র বলে। এই পরিচয়পত্রের উপর ভিত্তি করে শিক্ষার্থীর আচরণ বা জীবনে পরিবর্তন আনার সুযোগ পাওয়া যায়।

এবার দেখা যাক সর্বাত্মক পরিচয়পত্রে কি কি বিষয় লিপিবদ্ধ থাকে যেহেতু এর নাম সর্বাত্মক পরিচয় সুতরাং এতে সবকিছুই থাকে, এর অপর নাম ক্রমপুঞ্জিত পরিচয়পত্র সুতরাং এতে সকল তথ্যের পুঞ্জিভুত রূপও থাকে। সধারণত যে সব বিষয় ক্রমপুঞ্জিত বা সর্বাত্মক পরিচয়পত্রে থাকে তাহল:

- পারিবারিক পরিচয়
- পাঠোন্নতির পরিচয়
- সামাজিকতার পরিচয়
- ঝোঁকের পরিচয়
- চারু ও কারুশিল্পে প্রবণতার পরিচয়
- স্বাস্থ্য পরিচয়
- ব্যক্তিত্বের পরিচয়
- সহ-পাঠক্রমিক কার্যাবলির পরিচয়

- বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতির নকশা
- আগ্রহের পরিচয়
- স্কুলে দায়িত্ব পালনে শিক্ষার্থীর অবস্থান
- পুরস্কার প্রাপ্তি ইত্যাদির পরিচয়

সংরক্ষণ প্রণালী

কিভাবে ক্রমপুঞ্জিত পরিচয়পত্র সংরক্ষণ করা যায় তা আমরা দেখব। পরিচয়পত্রের ছকটি দেখলে আপনি ঘাবড়ে যেতে পারেন। আপনার যেহেতু ধারাবাহিক মূল্যায়নের রেকর্ড সংরক্ষণের অভিজ্ঞতা আছে, সুতরাং আপনার কাছে কাজটি অনেক সহজ। ধারাবাহিক মূল্যায়নের অধিকাংশ বিষয় আপনি এই পরিচয়পত্রে সংযোজিত করতে পারেন। সংরক্ষণের জন্য নিচের বিষয়গুলো মনে রাখুন।

- প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অন্ততপক্ষে তিন বা পাঁচ বছরের রেকর্ড একসঙ্গে থাকবে। সাধারণত ১ম পরিচয়পত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী, দ্বিতীয়টিতে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে যে রেকর্ড রাখা শুরু হবে তা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত চলবে। তৃতীয় পরিচয়পত্র শুরু হবে নবম শ্রেণী থেকে চলবে দশম শ্রেণী পর্যন্ত।
- যে কোন শিক্ষক যে কোন শিক্ষার্থীর পরিচয়পত্র দেখতে পারেন।
- এক শিক্ষার্থীকে অন্য শিক্ষার্থীর পরিচয়পত্র দেখানো যাবে না।
- পরিচয়পত্রটি এমনভাবে লিখতে হবে যেন যে কোন শিক্ষার্থী সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কোন তথ্য এক নজরে চোখে পড়ে।
- পরিচয়পত্রে তথ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটবে না।
- শ্রেণী শিক্ষক বা পরামর্শদাতাই কেবলমাত্র পরিচয়পত্র সংরক্ষণ করবেন।
- শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুসারে শিক্ষক বিভিন্ন সময়ে তাকে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করবেন।
- প্রয়োজনে অভিভাবককে এই পরিচয়পত্র দেখানো যেতে পারে।
- বিদ্যালয় পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এই পরিচয়পত্র ট্রান্সফার সার্টিফিকেটের সাথে দিতে হবে।

শিক্ষার্থীর ক্রমপুঞ্জিত/সর্বাত্মক পরিচয়পত্র

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক তথ্য স্কুলের নাম ঃ

শিক্ষার্থীর নাম	ছেলে/মেয়ে				
জন্ম তারিখ	জন্মস্থান				
	নাম			পেশা	
পিতা					
মাতা					
অভিভাবক					
স্থায়ী ঠিকানা					
বর্তমান ঠিকানা					
শারীরিক তথ্যাদি	**১**	**২**	**৩**	**৪**	**৫**
উচ্চতা					
ওজন					
বুক					
চোখ					
দাঁত					
সাধারণ স্বাস্থ্য					
টীকা বা ইনজেকশন					
টি, এ, বি, সি					
কলেরা					
বসন্ত					
বি, সি, জি					
টাইফয়েড ইত্যাদি					
অন্যরোগের ইতিহাস					

সহ-পাঠক্রমিক	উত্তম	মধ্যম	অনগ্রসর
খেলাধুলা			
সামাজিকতা			
ড্রামা/বক্তৃতা/সঙ্গীত			
খেলার অভ্যাস			
ক্লাবের কাজ			

আচরণ/ব্যক্তিসত্ত্বা			
সহযোগিতা			
সততা			
নেতৃত্বদান			
সহিষ্ণুতা			
অধ্যবসায়			
অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা			
আনুগত্য			
মন্তব্য			

পাঠ অগ্রগতির তথ্যাদি

শ্রেণী						
ভর্তির তারিখ						
পরীক্ষা	১ম	২য়	৩য়/বার্ষিক	১ম	২য়	৩য়/বার্ষিক
বাংলা ১ম পত্র						
বাংলা ২য় পত্র						
ইংরেজি ১ম পত্র						
ইংরেজি ২য় পত্র						
গণিত						
সাধারণ বিজ্ঞান						
সমাজ বিজ্ঞান						
ধর্ম শিক্ষা						
কর্মমুখী শিক্ষা						
চারু ও কারুকলা						
সঙ্গীত						
শারীরিক শিক্ষা						
ঐচ্ছিক বিষয়						

একাডেমিক কাজের উপর মন্তব্য

অনুপস্থিত দিনের সংখ্যা						
দেরীতে আসা দিনের সংখ্যা						
প্রমোশন লাভ						
স্কুল ত্যাগের তারিখ						

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর শ্রেণী শিক্ষকের স্বাক্ষর শ্রেণী শিক্ষকের স্বাক্ষর

আগ্রহের পরিমাপ	**উত্তম**	**মধ্যম**	**অনগ্রসর**
১. সঙ্গীত			
২. চারুকলা			
৩. নমুনা সংগ্রহ			
৪. বাগান করা			
৫. হাতের কাজ			

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর শ্রেণী শিক্ষকের স্বাক্ষর শ্রেণী শিক্ষকের স্বাক্ষর

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনের সর্বাঙ্গীন ইতিহাস যাতে লেখা থাকে তাকে কি বলা হয়?
   ক. প্রবেশপত্র
   খ. সর্বাত্মক পরিচয়পত্র
   গ. প্রগ্রেস রিপোর্ট
   ঘ. মার্কশীট

২. সর্বাত্মক পরিচয়পত্রের শিক্ষার্থীর অন্ততঃপক্ষে কত বৎসরের রেকর্ড একসাথে থাকবে?
   ক. ৩ বা ৫
   খ. ৫ বা ৭
   গ. ১ বা ৩
   ঘ. ২ বা ৪

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. সর্বাত্মক পরিচয়পত্র কি? এটি কিভাবে সংরক্ষণ করা হয়?

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। ক।

পাঠ ৬

মূল্যায়ন পরবর্তী কার্যক্রম : ফলাবর্তন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- নিরাময়মূলক ব্যবস্থা কি বলতে পারবেন এবং
- কিভাবে নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা বর্ণনা করতে পারবেন।

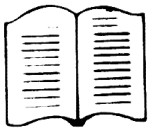

সর্বাত্মক মূল্যায়নের মাধ্যমে শিশুর দুর্বলতা চিহ্নিত করে কি কারণে সে নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি তা খুঁজে বের করতে হবে। অতঃপর ঐ কারণ অনুযায়ী তাকে যোগ্যতাটি পুরোপুরি অর্জন করাবার ব্যবস্থা করতে হবে। একে আমরা নিরাময়মূলক ব্যবস্থা বলতে পারি। এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। নিরাময়মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পর পুনরায় মূল্যায়ন করে শিশুর অগ্রগতি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে হবে। যতক্ষণ সে যোগ্যতাটি পুরোপুরি অর্জন না করতে পারবে অর্থাৎ 'ক' না পাচ্ছে ততক্ষণ তাকে দিয়ে অনুশীলন করাতে হবে।

নিরাময়মূলক ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ব্যক্তিগত সাহায্যদান। শিক্ষক ব্যক্তিগত সাহায্য দিয়ে শিক্ষার্থীর দুর্বলতা দূর করতে পারেন। মনে করা যাক কোন শিশু 'ল' লিখতে উল্টা লেখে। এক্ষেত্রে কিভাবে 'ল' সোজা করে লিখতে হয় তা শিক্ষক দেখিয়ে না দেয়া পর্যন্ত শিশুর পক্ষে সোজা করে 'ল' লেখা সম্ভব হবে না। এরপর যেটি গুরুত্বপূর্ণ তা হল অনুশীলন। শেখার অন্যতম সূত্র হল পুনরাবৃত্তি করা। কোন শিশু কিছু দু'বার পড়ে শেখে, কেউ তিনবারে শেখে। কারো এর চেয়ে বেশি বার না পড়লে শেখা হয় না। সুতরাং শিশুকে শেখাবার জন্য তার ক্ষমতা অনুযায়ী অনুশীলন করালে অধিক সুফল লাভ করা যায়। যে শিশু শিখতে পারেনি পারগ ছেলেমেয়ের সাহায্যে তাকে শিখানো যায়। অনেক সময় শিশু শিক্ষককে ভয় পায় কিংবা তাঁর কথা বুঝতে পারে না। কিন্তু তার সহপাঠীর কথা বুঝতে পারে এবং তার কাছ থেকে সহজে শিখতে পারে। এজন্য যে শিশু কোন যোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছে তাকে দিয়ে অন্য শিশুর ঐ একই যোগ্যতা অর্জন করানো যায়। তবে এ পদ্ধতিটির ত্রুটি আছে। ভাল ছেলেটি অনেক সময় দুর্বল শিশুর উপর প্রভাব বিস্তার করতে চায় কিংবা পারগ ছেলেটি বিরক্তিবোধ করে। শিক্ষককে এ সকল সমস্যার প্রতি লক্ষ্য রেখে কাজ করতে হবে।

যে অভিভাবক লেখাপড়া জানে তাঁর ছেলে বা মেয়ের দুর্বলতা দূর করার জন্য সে অভিভাবককে পরামর্শ দেয়া যায়। তবে শিশুর দুর্বলতার কথা অভিভাবককে অভিযোগের সুরে বলা ঠিক হবে না। এমনভাবে বলতে হবে যেন অভিভাবক মনঃক্ষুন্ন না হয়ে শিশুর দুর্বলতা দূর করার জন্য সহযোগিতা করেন।

শ্রেণীতে দু'একটি অস্বাভাবিক ছেলেমেয়ে থাকতে পারে। নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন করার জন্য সকল রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও হয়ত এরা সেটি অর্জন নাও করতে পারে। এমন অবস্থা হলে তাদেরকে শাস্তি না দিয়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দিতে হবে এবং বেশি বেশি অনুশীলন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

এ সকল ব্যবস্থা গ্রহণের সাথে সাথে শিশুর বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিত করে প্রথম শ্রেণীর প্রথম দিকে তাকে বিদ্যালয়ের নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। পাঠদান ও মূল্যায়নের জন্য যতই উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক না কেন শিশু যদি নিয়মিত বিদ্যালয়ে না আসে তবে সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে। এজন্য শিক্ষককে অভিভাবকের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতে হবে এবং ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষক-অভিভাবক সমিতির সহায়তা নিতে হবে। নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানো সম্পূর্ণ শিক্ষকের নিজের আয়ত্তাধীন। শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন কোন অবস্থাতেই তার ব্যবহার শিশুর বিদ্যালয় পরিত্যাগের কারণ না হয়। এজন্য তাকে যথেষ্ট ধৈর্য্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠদানের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব শিশুদের শিখন পর্যায়ের উপর ভিত্তি করে দলে ও উপদলে ভাগ করতে হবে এবং শিশুদেরকে নিজ নিজ ক্ষমতা অনুযায়ী সামনে অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

উপরে বর্ণিত ব্যবস্থাদি কার্যকরভাবে গ্রহণ করতে পারলে আশা করা যায় যোগ্যতার ভিত্তিতে পাঠনের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন সম্ভব হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. নিরাময় ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক কোনটি?
   ক. দলীয় সহযোগিতা
   খ. ব্যক্তিগত সাহায্য দান
   গ. শ্রেণীভিত্তিক সহায়তা
   ঘ. ভাল ও দুর্বল শিক্ষার্থীর সংমিশ্রণ

২. শিশুর ঝরে পড়া রোধে শিক্ষককে কি করতে হবে?
   ক. শিশুকে সব সময় মূল্যায়ন
   খ. শিশুকে নিয়মিত শাসন করা
   গ. ধৈর্য্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেয়া
   ঘ. সব সময়ই জ্ঞানী বলে নিজেকে প্রকাশ করা

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. নিরাময় ব্যবস্থা কি?

২. শিশুর শিক্ষামূলক দুর্বলতার ক্ষেত্রে শিক্ষক কি কি নিরাময় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। গ।

পাঠ ৭ *ধারাবাহিক মূল্যায়ন বাস্তবায়নে সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা*

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি —

- ♦ প্রাথমিক স্তরে ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রবর্তনের সুবিধাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- ♦ ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রবর্তনের অসুবিধাগুলো চিহ্নিত করতে পারবেন এবং
- ♦ অসুবিধাগুলো কাটিয়ে ওঠার সুপারিশগুলো লিখতে পারবেন।

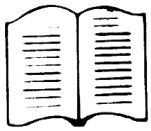

প্রাথমিক স্তরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীকে অবিভক্ত শ্রেণী হিসেবে বিবেচনা করে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রবর্তন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে যেমন অনেক উন্নত করেছে তেমনি এর সাথে কিছু সমস্যাও জড়িত আছে। ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতির যেমন অনেক সবল দিক রয়েছে তেমনি রয়ছে দুর্বল দিক। প্রাথমিক স্তরের ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি নিয়ে যেসব গবেষণা পরিচালিত হয়েছে, সে সব থেকে যে ফল পাওয়া গেছে তার কিছু এখানে আলোচনা করা হল। গবেষণা থেকে দেখা গেছে যে, বিভিন্ন সমস্যার কথা বললেও অধিকাংশ শিক্ষক এর পক্ষে মত দিয়েছেন। শিক্ষকগণ মনে করেন –

- ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি শিশুদের যোগ্যতা অর্জনে সহায়ক।
- এই পদ্ধতি শিখনকে নিশ্চিত করে।
- এই মূল্যায়ন পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাভীতি কমিয়ে দেয় ফলে পরীক্ষার ভয়ে ঝরে পড়ার প্রবণতা হ্রাস পায়।
- বিষয়ভিত্তিক ও শ্রেণীভিত্তিক যোগ্যতা অর্জন করা সম্ভব হয়।
- শোনা, পড়া ও লেখার যোগ্যতা অর্জন করা যায়।
- শিক্ষার্থীর ও শিক্ষণের অগ্রগতির জন্য শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা থাকে।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাময় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।

প্রাথমিক পর্যায়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তনের পর যেসব দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছে তাহল –

- শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত অত্যধিক বেশি হওয়ার কারণে এই পদ্ধতি যথাযথভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।
- শিক্ষার্থীদের অনিয়মিত অনুপস্থিতি এই পদ্ধতির সাফল্যের ক্ষেত্রে একটি প্রধান অন্তরায়।
- একটি ক্লাসের জন্য যে সময় বরাদ্দ থাকে সে সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের কৃতিত্ব মূল্যায়ন করা যায় না।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোন প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে ওঠে না।

- ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রমোশন পাওয়ায় শিক্ষার্থীদের অনেকে তৃতীয় শ্রেণীর পড়াশুনার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। ফলে এই শ্রেণীতে ঝরে পড়ার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।
- অভিভাবকগণ ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি পছন্দ করেন না, তারা তাদের সন্তানদের পরীক্ষার ফল জেনে তাদের অগ্রগতি নিরূপণ করতে চান।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের রেকর্ড রাখতেই শিক্ষাদানের জন্য বরাদ্দ অনেক সময় ব্যয় হয়ে যায়, ফলে শিক্ষাদান বিঘ্নিত হয়।
- শিক্ষাদান ছাড়াও শিশু জরিপ, খাদ্য বন্টন ও নির্বাচন সংক্রান্ত কাজ দিয়ে শিক্ষকদের উপর অতিরিক্ত কাজের বোঝা চাপানোর ফলে তারা শিশুদের ধারাবাহিক মূল্যায়ন ও নিরাময় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পর্যাপ্ত সময় পান না।
- ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত রেজিস্টার ঠিক সময়ে সরবরাহ করা হয় না।

প্রাথমিক স্তরে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতিকে সফল করতে হলে নিচের ব্যবস্থাগুলো নেয়া প্রয়োজন:

- আমাদের দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় ছাত্র শিক্ষক সাক্ষাৎ-ঘন্টা প্রতিবেশি দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম, এ সময়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি কেন প্রচলিত পদ্ধতিও সঠিকভাবে প্রয়োগ করা যায় না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী-শিক্ষক সাক্ষাৎ-ঘন্টা বৃদ্ধি করতে হবে।
- প্রতিটি শ্রেণীর শিক্ষার্থী সংখ্যা কমিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থী অনুপাত ১ ঃ ৩০ করতে হবে।
- জাতীয় জরুরী কাজ ছাড়া শিক্ষকদের শিক্ষাদান ব্যতীত অন্য কাজে নিয়োজিত না করা।
- থানা শিক্ষা অফিসার (টি ই ও) ও সহকারী থানা শিক্ষা অফিসারকে প্রশাসনিক তত্ত্বাবধান কমিয়ে দিয়ে শিক্ষা বিষয়ক তত্ত্বাবধানে বেশি নিয়োজিত হতে হবে।
- শিক্ষকদের সাব ক্লাশটার প্রশিক্ষণে ধারাবাহিক মূল্যায়নের ইস্যু ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে হবে। এতে সহপাঠিদের দিয়ে শিক্ষণ ও রেকর্ড সংরক্ষণ ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হতে পারে।
- তিনমাস পর পর অভিভাবকগণের নিকট শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির রিপোর্ট কার্ড পাঠানো।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রবর্তনের ফলে কি সুবিধা হয়েছে?
   ক. শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষাভীতি বেড়েছে
   খ. শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাভীতি কমেছে
   গ. শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি পেয়েছে
   ঘ. পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরমায় ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ থাকছে না

২. বাংলাদেশে ধারাবাহিক মূল্যায়নের অসুবিধাগুলো কি?
   ক. শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত কম
   খ. শিক্ষার্থীরা এত নিয়মিত আসে যে এত বেশি শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করা কঠিন হয়
   গ. শিক্ষক শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎ ঘন্টা অনেক বেশি
   ঘ. অভিভাবকগণ ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি পছন্দ করেন না

আ) রচনামূলক প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি কার্যকরভাবে প্রয়োগের জন্য তিনটি সুপারিশ লিখুন।

সঠিক উত্তর

অ) ১। খ, ২। ঘ।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

অ) বহু নির্বাচনী প্রশ্ন

সঠিক উত্তর নির্দেশমূলক অক্ষরটিকে বৃত্তায়িত করুন। (উদাহরণ: আপনার নির্বাচিত উত্তরটি ক হলে একে (ক) বৃত্তায়িত করুন)

১. নমনীয় প্রমোশন নীতিতে প্রতিদিন পাঠের শেষে শিশুকে মূল্যায়ন করা হয়। একে কোন ধরনের মূল্যায়ন বলে?
   ক. প্রান্তিক
   খ. মানদণ্ড ভিত্তিক
   গ. ধারাবাহিক
   ঘ. আদর্শ ভিত্তিক

২. কোন প্রমোশন নীতিতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীকে অবিভক্ত শ্রেণী বিবেচনা করা হয়?
   ক. অনমনীয়
   খ. বাৎসরিক
   গ. নমনীয়
   ঘ. প্রান্তিক

৩. শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনের সর্বাঙ্গীন ইতিহাস যাতে লেখা থাকে সে প্রতিবেদনকে কি বলা হয়?
   ক. প্রবেশপত্র
   খ. সর্বাত্মক পরিচয়পত্র
   গ. প্রগ্রেস রিপোর্ট
   ঘ. বাৎসরিক নম্বরপত্র

৪. নিরাময় ব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক কোনটি?
   ক. দলীয় সহযোগিতা
   খ. ব্যক্তিগত সাহায্য দান
   গ. শ্রেণীভিত্তিক সহায়তা
   ঘ. ভাল ও দুর্বল শিক্ষার্থীর সংমিশ্রণ

৫ বাংলাদেশে ধারাবাহিক মূল্যায়নের অসুবিধাগুলো কি?
   ক. শিক্ষক ছাত্রের অনুপাত কম
   খ. শিক্ষার্থীরা এত নিয়মিত আসে যে এত বেশি শিক্ষার্থী মূল্যায়ন করা কঠিন হয়
   গ. শিক্ষক শিক্ষার্থীর সাক্ষাৎ ঘন্টা অনেক বেশি
   ঘ. অভিভাবকগণ ধারাবাহিক মূল্যায়ন পদ্ধতি পছন্দ করেন না

৬. ধারাবাহিক মূল্যায়ন প্রবর্তনের ফলে কি সুবিধা হয়েছে?
   ক. শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরীক্ষাভীতি বেড়েছে
   খ. শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাভীতি কমেছে
   গ. শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার বৃদ্ধি পেয়েছে
   ঘ. পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিরমায় ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ থাকছে না

৭. নমনীয় প্রমোশন নীতিতে যে পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয় তার নাম কি?
   ক. ধারাবাহিক মূল্যায়ন
   খ. প্রান্তিক মূল্যায়ন
   গ. বার্ষিক মূল্যায়ন
   ঘ. দ্বিবার্ষিক মূল্যায়ন

৮. শিশুর ঝরে পড়া রোধে শিক্ষককে কি করতে হবে?
   ক. শিশুকে সব সময় মূল্যায়ন
   খ. শিশুকে নিয়মিত শাসন করা
   গ. ধৈর্য্য ও সহনশীলতার পরিচয় দেয়া
   ঘ. সব সময়ই জ্ঞানী বলে নিজেকে প্রকাশ করা

৯. বাংলা, গণিত ও পরিবেশ পরিচিতি মূল্যায়নের ফলাফল কত সময় পর পর মূল্যায়ন খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে?
   ক. বছরে তিনবার
   খ. তিনমাস পর পর
   গ. প্রতি মাসে একবার
   ঘ. প্রতি দুই মাসে একবার

১০. বৎসরে তিনবার কি কি বিষয়ের মূল্যায়ন ধারাবাহিক মূল্যায়ন খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে?
   ক. শারীরিক শিক্ষা, চারু ও কারুকলা এবং ধর্ম
   খ. বাংলা, গণিত ও শারীরিক শিক্ষা
   গ. ধর্ম, বাংলা, পরিবেশ পরিচিতি
   ঘ. পরিবেশ পরিচিতি, গণিত ও বাংলা

আ) সংক্ষিপ্ত উত্তরমূলক প্রশ্ন

১. নমনীয় প্রমোশন নীতি কি? এই নীতি কেন প্রয়োগ করা হয়?

২. মূল্যায়ন কি? ধারাবাহিক মূল্যায়নের সুবিধা কি কি?

সঠিক উত্তর

অ) ১। গ, ২। গ, ৩। খ, ৪। খ, ৫। ঘ, ৬। খ, ৭। ক, ৮। গ, ৯। গ, ১০। ক।